যুগান্তর

তারিখ 28 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

# শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ও মানসম্মত শিক্ষা

মুহাম্মদ মূসা

একটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তার শিক্ষিত জনশক্তি। দেশে স্বাধীনতার আগের তুলনায় বহুগুণে বেড়েছে শিক্ষিত জনশক্তি। বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও। তবে শিক্ষিত জনশক্তি পায়নি কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা বা মানসম্পন্ন শিক্ষা। তাই চাকরির বাজারে রয়েছে দক্ষ জনশক্তির অভাব।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বেশ কিছু তফাৎ দেখতে পাই। শিক্ষার গুণগত মানের দিকটি তো আছেই। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, দক্ষতা, মানবিক গুণাবলীসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে পিছিয়ে আছে বর্তমান শিক্ষাঙ্গন। রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষা আর অর্থ উপার্জনই যেন শিক্ষার্থীদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভর্তিযুদ্ধে জয়লাভকে তার যোগ্যতা হিসেবে জানে। আবার পাস করে ভালো চাকরি আর প্রচুর টাকা উপার্জনকে ধরে নেয় তার লক্ষ্য হিসেবে। জনগণের করের টাকা খরচ করে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগটাকে একান্তই নিজের মনে করে অনেকে। দেশের প্রতি যে করণীয় কিছু থাকতে পারে, অনেক সময় তাও ভুলে যায়। এসবের কারণ, বিবেকবোধ জাগ্রত করার মতো তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায়।

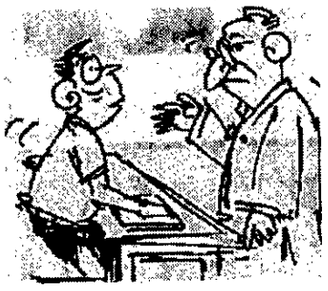

মানসম্মত শিক্ষার একটা বিশেষ দিক হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক। বর্তমানে বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। সবাই চায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সান্ধ্যকালীন কোর্সের ছড়াছড়ি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়ার প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহও বাড়ছে সমান তালে। অন্যদিকে ভর্তিযুদ্ধে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে পিছিয়ে। তারা মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তো হচ্ছেই, তার ওপর রয়েছে সেশনজটের বাড়তি চাপ। এছাড়া শিক্ষক নিয়োগের বিতর্কটা থেকেই যাচ্ছে। অনেকের যোগ্যতার মধ্যে থাকে রাজনৈতিক পরিচয়। অনেক সময় বিকল্প সুযোগ থাকতেও পাঠদানে অক্ষম মেধাবীরা হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। যেখানে তিনি তার মেধাকে অন্যত্র ব্যবহার করলে পেতেন অধিক সফলতা। অনেকের মতে শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়ার উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে না। একে তো পিএইচডি ডিগ্রি নেই, অন্যদিকে ছাত্রজীবন শেষ করেই একজন শিক্ষার্থী হয়ে যাচ্ছেন শিক্ষক; মাঝখানে থাকে না কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের মানের তফাত তো থাকেই, থাকে অনেক অপূর্ণতাও।

এসব সমস্যা সমাধানে আমাদের চেষ্টা থাকাটা জরুরি। কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিতে সরকারের পদক্ষেপ সাধুবাদ পাওয়ার মতো। তবে দেশে কারিগরি শিক্ষা আর স্বনির্ভরতার জন্য শিক্ষার প্রসার ঘটলে এক্ষেত্রে একটা বড় সমাধান আসবে। এর আগে বাড়াতে হবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের-শিক্ষার গুণগত মান। বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা নানা কারণে ব্যর্থ হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষার্থী তৈরিতে। বিভিন্ন কৌশলে দলীয় ছাত্র রাজনীতির প্রভাব কমিয়ে আনাও আবশ্যক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যদি তাদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকে, তবেই বাড়বে শিক্ষার মান, এগিয়ে যাবে দেশ।

**মুহাম্মদ মূসা :** *শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*